ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯৩২
আগরতলা, ২৪ মে, ২০২৩

মানবাধিকার নিয়ে আগরতলায় সচেতনতা শিবির

আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত স্টুডেন্টস হেলথ হোমে গতকাল চেতনা ইনস্টিটিউট অব ওমেন্স স্টাডিসের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় মানবাধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জাস্টিস স্বপন চন্দ্র দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য এস সি সাহা, সি কে রায়, কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস, কমিশনের ও এস ডি অনিমেশ ধর ও ডিএসপি লালহিম মলসম ও চেতনা ইনস্টিটিউট অব ওমেন্স স্টাডিজ এর প্রেসিডেন্ট সুমিতা ব্যানার্জি এবং সচিব সুপ্রিয়া সেনগুপ্তা। প্রায় একশত মহিলা এই সচেতনতা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন জাস্টিস এস সি দাস বলেন, আমাদের দেশের সংবিধানে মানবাধিকারের সংস্থান থাকলেও আলাদাভাবে মানবাধিকার আইন তৈরী হয়েছে। কেননা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ অর্থের অভাবে ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে যেতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ন্যায় বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। তিনি আরও বলেন, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা যদি কারও বেঁচে থাকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি কমিশনকে জানাতে পারেন। এমনকি কোন সামাজিক সংস্থাও কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। তখন কমিশন সম্ভাব্য সমস্ত সাহায্য প্রদান করবে সেই ব্যক্তিকে।

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বি কে রায় বলেন, সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘন হওয়ার ঘটনা ছাড়াও কোন ঘটনায় পুলিশ যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও কমিশনের কাছে ন্যায়ের জন্য অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে। কমিশনের অপর সদস্য এস সি সাহা এসব ক্ষেত্রে সামাজিক সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কমিশনের সচিব রতন বিশ্বাস কমিশনের কর্ম প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং জানান যে বিনামূল্যে সাদা কাগজেও অভিযোগ দায়ের করা যায়। কমিশনের ও এস ডি এবং ডি এস পি- ও বক্তব্য রাখেন কমিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। চেতনা ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট সুমিতা ব্যানার্জী উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

****